১১

দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ২

চাঁদপুরে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা আশংকাজনক কম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদপুর।- চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন কলেজে চলতি শিক্ষা বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা খুবই কম। প্রায় কলেজেই এ বছর ছাত্র সংকট বিরাজ করায় কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক দিক দিয়ে মারাত্মক অসুবিধা দেখা দেবে। এ বছর প্রশ্ন ব্যাংক না থাকায় এবং প্রত্যেক পত্র আলাদাভাবে পাসের শর্ত থাকায় ফেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে, পাসের হার কম থাকাতেই ছাত্র সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

এ বছর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পাসের সম্মিলিত হার ৪৭ দশমিক ২ ভাগ। এরমধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার হল ৩০ দশমিক ৪৭ ভাগ।

এসএসসি পরীক্ষাতেও অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ছিল কম। নির্বাচনী পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল না করায় অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষই ঐসব ছাত্রদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়নি। এতে আগের বছরের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এ কারণেও পাসের সংখ্যা কম। পাসের এই হার দেখে ৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জেলার ৭ থানায় ২টি সরকারীসহ ২৩টি ডিগ্রী ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজ আছে। এরমধ্যে গেল শিক্ষাবর্ষে জেলার বিভিন্নস্থানে ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এইচএসসি কোর্স চালু করায় এগুলোও কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। সব বেসরকারী কলেজই সরকারী বেতনের অংশ পাচ্ছে।

এদিকে, বেসরকারী কলেজে ছাত্র ভর্তির জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস সংবলিত বিজ্ঞপ্তি দেয়া সত্ত্বেও অনেক কলেজে গেল বছরের চেয়ে অর্ধেক ; এমন কি আরও অনেক কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তবে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত কলেজেই তুলনামূলকভাবে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সংখ্যা বেশী। কাজেই কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেয়ার আগে ছাত্র সংখ্যার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা

চাঁদপুরে ছাত্রদের মধ্যে প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আগে ছাত্রদের কাছে যে বিষয়টি ছিল অত্যন্ত কঠিন সে বিষয়টির জন্যই শিক্ষক বা অন্য কারও সাহায্য নেয়া হত। ইদানীং শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ প্রাইভেট পড়ানোর প্রতিও বেশী উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। ফলে, স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান অবনতি হচ্ছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একশ্রেণীর শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়াতে খুবই আগ্রহী। কম শ্রম দিয়ে বেশী অর্থ উপার্জন করা যায় বলে এই শিক্ষকশ্রেণী প্রাইভেট টিউশনির প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়েছেন।

প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা চালু থাকায় বিত্তবান ও আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল পরিবারের কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধা হলেও বেশীর ভাগ গরীব ছাত্রছাত্রী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাভাবে বহু গরীব ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়তে পারছে না। ক্লাসের পড়াশুনার প্রতি তাদেরকে নির্ভর করে চালিয়ে যেতে হচ্ছে লেখাপড়া। কিন্তু একশ্রেণীর শিক্ষকের ক্লাসে সুষ্ঠু পাঠাদানের অনীহার কারণেই অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে ব্যবহারিক বিষয়ের ছাত্ররাই বেশী প্রাইভেট পড়ছে।

এদিকে, একশ্রেণীর শিক্ষক স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্লাসে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে তারা প্রাইভেট পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এসব শিক্ষকের শিক্ষাদানের চেয়ে অর্থ উপার্জনই মূল উদ্দেশ্য। অনেক শিক্ষক সকাল থেকে অধিক রাত পর্যন্ত প্রাইভেট পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন। স্কুল-কলেজের সময়টা কোন রকম অতিবাহিত করেন। এভাবে তাদের উপার্জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনের কয়েকগুণ বেশী। অনেক ছাত্র তাদের কলেজের স্বাভাবিক ক্লাস বাদ দিয়েও সে সময় প্রাইভেট পড়ছে।